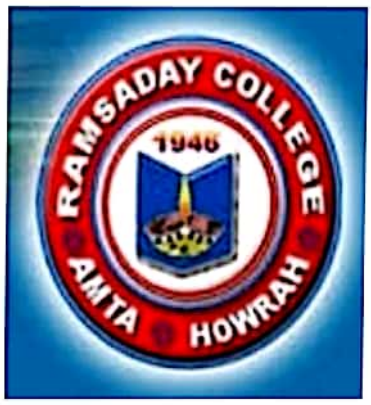

Israfil Mallick
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- II (H)

(10) গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি আলোচনা করো, এই যুগকে কি সুবর্ণ এ যুগ বলা যায়? 10+

* Or -> গুপ্ত যুগ সুবর্ণ যুগ সম্পর্কিত বিতর্ক আলোচনা করো।

Or -> সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উল্লেখসহ গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি আলোচনা করো। 10+

=> প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্ত যুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। দীর্ঘ প্রায় 200 বছরের গুপ্ত বংশের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ঐক্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম+জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এক অভূত পূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্ত যুগকে গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ রোমের ইতিহাসে অগাস্টাসের যুগ এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এলিজাবেথের যুগের সাথে তুলনা করেছেন। গুপ্ত যুগকে ড: এ. বি. কীথ হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

□ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এযুগে অভূত পূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ছিল এযুগের সাহিত্যের মাধ্যম। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার এযুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থানের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এযুগে নব নব উন্মেষ শালিনী প্রতিভার আবির্ভাব হয়। মুদ্রা রাক্ষস প্রণেতা বিশাখ দত্ত, 'মৃচ্ছ কটিক' প্রণেতা শূদ্রক, কীরাত অর্জুনীয়ম প্রণেতা ভারবি, ভট্টি কাব্য প্রণেতা ভট্টি, পঞ্চতন্ত্র প্রণেতা বিষ্ণু শর্মা, অমরকোষ প্রণেতা অমর সিংহ প্রমুখ তাদের সৃজনশীল রচনা দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন। এযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কালিদাস। তার "অভিজ্ঞান শকুন্তলাম, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশী নাটক এবং মেঘদূতম, রঘুবংশম, কুমারসম্ভবম, ঋতু সংহার" প্রভৃতি মহাকাব্য বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

☐ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগে চরম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট রচিত '<u>সূর্য সিদ্ধান্ত</u>' গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার আর্যভট্টীয় গ্রন্থটিতে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তিনি দশগীতিকা সূত্র ও আর্যাষ্টশত নামে আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ দুটির রচয়িতা বরাহমিহির জ্যোতির বিজ্ঞানকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। — জ্যোতির বিদ্যা, গণিত ও জ্যোতিষ। তার ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থ বৃহৎসংহিতায় ১০৬টি অধ্যায় আছে। এতে কৃষি, বাতাস, ভূমিকম্প, নরনারী, বিবাহ, রাশিচক্র প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়েছে। বাগভট্ট রচিত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা চিকিৎসা শাস্ত্রের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ধন্বন্তরী ও সুশ্রুত ছিলেন গুপ্তযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক।

☐ ড. স্মিথ বলেন যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এই তিনটি শিল্পে সম্পর্কে গুপ্ত শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশ গুপ্তযুগে ঘটেছিল। আর ডি ব্যানার্জির মতে ভারতীয় শিল্পকলা বিদেশিদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। অজন্তা, ইলোরা ও বাঘ গুহায় পাহাড় কেটে চিত্র ও বিহার নির্মাণ গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুপ্তযুগে স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন হল তিগোয়ার বিষ্ণু মন্দির, নাচনার পার্বতী মন্দির, কোটেশ্বর মন্দির, ভূমরার শিব মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, সাঁচীর স্তূপ প্রভৃতি। পার্সি ব্রাউন দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটিকে গুপ্তযুগে শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। সারনাথে প্রাপ্ত একটি পাথর নির্মিত মন্দির গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে।

□ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় শিল্পরীতিতে এক অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ করে। গুপ্ত ভাস্কর্যের আদি নবীন কেন্দ্র হল মথুরা ও সারনাথ। বুদ্ধগয়া ও সারনাথে প্রাপ্ত তিন দাঁড়া বুদ্ধ মূর্তি, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে বিষ্ণু, শিব ও নানা মূর্তি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। ড: রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "In did the Gupta Sculpture may be ~~regarded~~ regarded as typically India and classic in every Sense of the term".

□ গুপ্ত রাজন্য বর্গ চিত্রকলার সমাদর করতেন। চিত্রশিল্পী ছাড়া বিত্তশালী পরিবারের মানুষেরা ছবি আঁকতে জানতেন। অজন্তা গুহার দেওয়াল চিত্র আজও বিস্ময়কর। এখানে ছবিতে ব্যবহৃত রঙের উজ্জ্বলতা আজও অম্লান রয়েছে। অজন্তা ছাড়া গোয়ালিয়রের প্রাচীর চিত্র, ফলি প্রাসাদের বাঘ গুহা চিত্রের নিদর্শন গুলি গুপ্ত যুগের শিল্পীদের চিন্তার গভীরতা ও তুলির সূক্ষ্মতার অপূর্ব নিদর্শন।

□ ড: রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার ও দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ ঝাঁ, ডি.ডি. কোশাম্বী প্রমুখ ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে সুবর্ণ যুগ বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাদের যুক্তি হল সুবর্ণ যুগ বলতে কোমল ও সুস্থ সমান অধিকারের আদর্শে গড়ে ওঠা যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়, তার সাথে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দূরত্ব অনেক, আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যে সব উল্লেখনীয় সফলতা এসেছিল তার সুফল ভোগ করতেন সমাজের উপর তলার মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। সাধারণ জন-সাধারণের নিম্নবিত্ত জীবনযাত্রার মান ছিল দুর্বল নিম্ন-মুখী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় মুদ্রা অর্থনীতির সংকোচন ঘটে। কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য

ফলস্বরূপ কারিগরী শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর আঘাত আসে। অর্থনীতি গ্রাম কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে সামন্ততন্ত্রের প্রবণতা দেখা দেয়। এই লেখনগুলির মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সাফল্যের ছাপ নেই। সেই যুগের সুবর্ণ যুগের ধারণা কষ্ট কল্পিত হয়ে যায়।

□ গুপ্ত যুগে সাহিত্যের উন্নতি ঘটলেও তা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্পর্শ পায়নি। এযুগে মূলত সংস্কৃত সাহিত্যে উন্নতি ঘটেছিল। যা সাধারণ মানুষের বোধ গম্য ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত অবহেলিত থাকে। এযুগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার ফলে কৃষির প্রসার ঘটলেও কৃষকরা করের ভারে পীড়িত হয়েছিল। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ প্রথার প্রচলন নারীদের করুণ অবস্থার পরিচয় বহন করে। এই সব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশেষ করে সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এযুগের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্তযুগকে ধ্রুপদি বা সুবর্ণ যুগ বললে অযৌক্তিক হবে না।

— o —